নিখিল কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শরণাগতপালক শ্রীমুকুন্দের শরণ গ্রহণ করে, সে জন দেব, ঋষি, ভূত, আত্মীয়, স্বজন এবং পিতৃগণের কিঙ্করও নয় এবং কাহারও নিকটে ঋণীও নয়। এস্থানে শ্লোকস্থ কর্ত্তং পদের অর্থ কৃত্য। কর্ত্তশব্দের অর্থ ভেদ, এই অর্থে শ্রীভগবান্ হইতে দেবতা প্রভৃতির যে স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি তাহা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপে সেই দেবগণের প্রতি আরাধ্যবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া যে জন শ্রীহরিচরণে একান্তভাবে শরণাগত হইয়াছে, তাহার অন্য কিছু করিবার আবশ্যক নাই। এই অবস্থাকেই নিবৃত্ত্যাধিকারিতা বুঝিতে হইবে। সে জন দেব, ঋষিগণের কিঙ্কর নহে, কিন্তু শ্রীভগবানেরই কিঙ্কর। অতএব, যে যাহার কিঙ্কর সে তাহারই সেবা করিবে—অন্যের সেবা করিবে কেন? গরুড়-পুরাণেও এই প্রকার উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায়।

অয়ং দেবো মুনির্বন্দ্য এষ ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ।
ইত্যাখ্যা জায়তে তাবৎ যাবান্নার্চ্চয়তে হরিম্॥

ইনি দেবতা, ইনি মুনি, ইনি ব্রহ্মা, ইনি বৃহস্পতি; অতএব ইহারা সকলেই আমার বন্দনীয়—এই প্রকার সংজ্ঞা ততদিন পর্য্যন্তই হইয়া থাকে, যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীহরিকে অর্চ্চনা না করে। আরও বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—যদি কোনও প্রকারে বিকর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্ম্মান্তরে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু শ্রীহরিচরণে শরণাগত জনের বিকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিতেই পারে না। যদি কোনও প্রকারে দৈবাৎ বিকর্ম্ম উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবানের নিয়ত-স্মরণ প্রভাবেই আনুসঙ্গিকভাবে প্রায়শ্চিত্তও সিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ "দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাম্" এই শ্লোকেই শ্রীকরভাজন যোগীন্দ্র বলিয়াছেন—"যেজন অন্য দেবতার প্রতি ভাবশূন্য হৃদয়ে একমাত্র শ্রীভগবানেই ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রীহরির পাদমূল ভজনা করে, শ্রীহরি তাহাকে অত্যন্ত প্রীতি করেন বলিয়া সেই ভক্তের অসাবধানতায় অবশে প্রকৃতির বশে যদি বিকর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে চিন্তাপথে উদিত শ্রীহরিই তাহার বিকর্ম্ম বিদূরিত করিয়া থাকেন। তাহাতে হয় তো কেহ মনে করিতে পারেন—যম একথা মানিবে কেন? তাহারই উত্তরে বললেন—"পরেশঃ" অর্থাৎ শ্রীহরি পরমেশ্বর; পরমেশ্বরের কথা সকলেই মানিতে বাধ্য। এই কর্ম্মত্যাগ-বিষয়ে হেতুরূপে উল্লেখ থাকায় শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তির একার্থতাই পাওয়া যাইতেছে। যেহেতু "মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে"—এই শ্লোকের মর্ম্মার্থে যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধার উদয়